নামে কূর্ম্ম সহজ ধার্ম্মিক তিনি বাস করেন পরোপদেশে পণ্ডিত আর সকলের সৎকারী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁর চিত্ত মহাত্মন। তিনি মাংসাহারী আমারে ও মাংস দিয়া পরিতোষ করিবেন আমি সেইখানে যাই। এই কথা হিরণ্যক শুনিয়া কহিতেছেন তবে আমারে ও ওচিত নহে এখানে থাকিতে। শুন যে দেশে সন্মান ও ধন ও বান্ধব এবং বিদ্যাগম নাহি এমন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। অপর লোকযাত্রা ভয় লজ্জা দাক্ষিণ্য ত্যাগশীলতা এ পাঁচ যে স্থানে নাহি সেখানে বাস ওচিত নহে আর বলি ধনী শ্রোত্রিয় রাজা নদী বৈদ্য এ পাঁচ যে স্থানে নাই সেখানে ও বাস ওচিত নহে অতএব আমাকে ও সহিত লও। তারপর বায়স মূষিক মিত্রের সহিত বিচিত্র কথালাপে সেই সরোবরের তীরে চলিলেন তখন মন্থর দূর হইতে লঘুপতনককে দেখে আগিয়া

সমাদর করিয়া ও আলিঙ্গনাদি দিয়া আতীথ্য করিলেন যেমন বায়সকে তেমন মুষিকের আতীথ্য করিলেন যথা বালক কিম্বা যুবা কি বৃদ্ধ হওক যদি গৃহে আইসে তবে তাহার পুজা বিধান মত করিবেক এই নীতি সর্ব্বত্রে। অচিন্ত ও অনাহুত দুর দেশাৎ আগত লোক সেই অতীথি কিন্তু পূর্ব্ব আগত নহে অতএব অভ্যাগত গুরু সর্ব্বত্রে পুজনীয়। বায়স কহিতেছেন বয়স বিশেষে পুত্র দেহ। কিন্তু এই যে দেখিতেছ পুন্যবান পণ্ডিত পরোপকারী রত্নাকর হিরন্যক নামে মুষিক ইহার গুনের কথা যদি সর্পরাজ দুই সহস্র জিহ্বায় কহিতে পারেন তবেই যে হওক নতুবা অন্যের সাধ্য নহে। ইহা বলিয়া চিত্রগ্রীবের উপাখ্যান বর্ণন করিলেন তাহা শুনিয়া মন্থর মর্য্যাদাক্রমে হিরণ্যককে আরো পুজা করিলেন এবং বলিতেছেন মহাত্মনের

র্জুন বনাগমন কারণ কি। হিরন্যক
লিতেছেন আমি কহি তোমাকে শুন।

চম্পাভিবীর মধ্যেতে এক নগরী আছে সেই
খানে চূড়াকর্ণ নামেতে ভিক্ষুক তিনি বাস করেন
তিনি ভোজনের অবশিষ্ট যে চাঁউল থাকে তাহা
ভিক্ষা পাত্রে করিয়া থোন। আমি তাহা লইয়া
পুত্যহ খাই এই রূপে কতক কাল যায়। এক
দিন ঐ ভিক্ষুকের সুহৃদ বীনাকর্ন নামে
ভিক্ষুক সেখানে আইলেন তাহার সহিত নানা
কথা বার্ত্তা হইলে অবস্থিতি করিলেন আমি
থাকি ও খাই দাই ঘরের মধ্যে বেড়াই কিন্তু
এক দিন চূড়াকর্ন নামে ভিক্ষুক আমার উপর
গুস্সা করিয়া এক খান ভাঙ্গা বাশের চেলা
ফেলাইয়া মারিলেক তখন বীনাকর্ন কহিতে
ছেন কেনহে তোমারে গুস্সা যুক্ত দেখিতেছি
তোমার কথা গুলা বিরুক্ত অন্য মন মুখ

প্রসন্ন নহে কথা অনুরাগী মধুর বানী সমস্ত অদর্শন হইয়াছে কেন। চূড়াকর্ণ বলিতেছেন না আমি বিরক্ত নহি কিন্তু দেখ মুষিক আমার বড় অপকারী সর্ব্বদা ভিক্ষা পাত্র স্থিত অন্ন চড়িয়া খাইয়া ফেলায়। তাহা শুনিয়া বীনাকর্ণ সকল দেখিয়া কহিতে ছেন। মুষিক অল্পবল কেমন করে এত দুরে ফেলাইল। আর কোন প্রকারে পড়িয়াছে। তাহা উক্ত আছে অকস্মাত যুবতী ভার্য্যা বৃদ্ধ পতিকে নির্দ্দয় আলিঙ্গন ও কেশাকর্ষন করিতেছে। চূড়াকর্ণ কহিতেছেন এ কি।

বীনাকর্ণ কহিতেছেন গৌড় দেশে কৌসাম্বী নামে নগরী আছে তাহাতে চন্দন দাস নামেতে এক বনিক মহা ধনবান তিনি বাস করেন তিনি শেষ দশায় কামাতুর হইয়া ধন দর্পে এক বনিক পুত্রী লীলাবতী নামেতে তাহাকে বিবাহ

করিলেন। সা নবযৌবনা বিজয় বৈজয়ন্তী হইল কিন্তু তিনি বৃদ্ধ পতি তাহাতে তাহার সন্তোষ হয় না যেমত ছিন্নার্ত্তন জলেরদের চন্দ্রে বিরত ও ঘর্ম্মার্ত্তনেরদের সূর্য্যে বিরত তাদৃশ যুবতী স্ত্রীর বৃদ্ধ পতিতে বিরাগ। অপর অকামিত পুরুষ যুবতী স্ত্রীর সাক্ষাতে কীদৃশ যেমন রোগীর ঔষধী। তিনি বৃদ্ধ পতি লীলাবতী তাহাকে প্রিয় করে না কিন্তু ইনোসা জীবনাসা ঐশ্বর্য্যা প্রাণ ভৃত্যা সদা। কিন্তু বৃদ্ধের যদি যুবতী ভার্য্যা হয় তাহাকে তিনি প্রাণের করিতে ও শ্রেষ্ঠ দেখেন। যেমন জরী ব্যক্তি আপন দ্বীন ওপভোগ করিতে পারে না। সে কেমন যাদৃশ দন্ত হীনের চর্ব্বন দ্রব্য জিহ্বাতে লড়েচড়ে কিন্তু তাহার রস পায় না। তারপর লীলাবতী যৌবন দর্পে অতি কুল মর্য্যাদা তিনি কোন এক বনিক পুত্রের সহিত প্রীতি প্রণয় করিলেন। স্বাতন্ত্র আর পিতৃগৃহে বাস আর যাত্রোৎ

ঘরে যায় এবং অন্য পুরুষের সহিত বাস করে এ সকলেতে স্ত্রী লোকের দুর্নিতি হয়। অতএব পতি বৃদ্ধ হইলে তাহার স্ত্রী অন্য মনা হয়। আর পান দুর্জ্জন সংসর্গ কামগতি পতি স্বপ্ন অন্য গৃহে বাস এ সকল নারীর দোষ। স্থান না থাকে ও নরের প্রার্থয়িতা না হয় তবে সে নারীর সতিত্ব রয়। অপর নুতন বয়সী সুন্দরী কিম্বা কুৎসিতা হওক তাহার স্বামীর সহিত থাকিতে ওচিত। তাহারা ক্রীড়াতে তখন যত রত তত অলঙ্কার ও বস্ত্র ও পুষ্প গন্ধে ও নহে ঘৃত কলসির সকণ নারী ও জলন্ত অঙ্গার সদৃশ পুরুষ এক স্থানে কদাচ রাখিবেক না এই পণ্ডিত লোকে কহিয়াছেন। স্ত্রী লোকের অপ্রিয় থাকে না ও প্রিয় থাকে না। সে কি মত। যদি গরু বনে চরিতে যায় তবে সে নিত্যং নুতন ঘাস চেষ্টা করে তাদৃশ স্ত্রীর ইচ্ছা। আর

সুন্দর পুরুষ যদি দেখে সে ভ্রাতা কিম্বা পুত্র হওক তথাপি তাহার কামোদ্রব হয় অতএব স্ত্রী লোকের কোন সময় কে রাখিবে তাহা বলি পিতা বাল্য সময় রক্ষা করিবেক স্বামী যৌবনা বস্থায় পুত্র বৃদ্ধাবস্থায় ইহা যদি না থাকে তবে নারীর কখন সত প্রকৃতি থাকে না। এক দিন লিলাবতী করিতেছেন কি আপন দ্বারেতে ঘাটে বসিয়া সেই বনিক পুত্রের সহিত নানা কৌতুকালাপে বসিয়াছেন ইতি মধ্যে তাহার স্বামী সেই স্থানে উপস্থিত হইল তখন তাহাকে দেখিয়া সহসা উত্থান করে ঐ বৃদ্ধ স্বামীর কেশে ধরিয়া মৃত্তিকায় ফেলাইয়া আলিঙ্গনাদি করিলেক সেই অবকাস সময় তাহার উপপতি পলায়ন করিলেক। তারপর যে কুটুনী তাহার নিকট ছিল সে ঐ আলিঙ্গন দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। বলে এ কি আশ্চর্য্য তারুণ্য ওষ্ঠে তাহাকে অপমানি

করিলেক এ জন্যে আমি বলি অকস্মাৎ
যুবতীর কথা এই অতএব মুষিক অল্প বল তাহার
এত শক্তি নাহি আর কোন কারনে হইয়াছে।
তখন চুড়াকর্ণ ক্ষনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন
অনেক বাহুল্যতে আমার ধন হইবে যে
হেতুক সর্ব্বত্রেতেই ধনবান যে সেই বলবান
প্রভুত্ব ও বুদ্ধির মূল ধন অতএব আমি এমন
ধন ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়া এক যন্ত্রা
আনিয়া গর্ত্ত খুড়িয়া আমার চিরকাল উপার্জ্জিত
সঞ্চিত ধন সকল তুলিয়া লইল তারপর দিনেং
শক্তি হীন হইলাম। বীর্য্য সাহসাদি সমুদায়
গেল তখন কি করি অল্পং উঠিয়া দেখিলাম
চুড়াকর্ণ এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছে। কিন্তু
অর্থেতে লোক বলবান ও পণ্ডিত। অপর যাহার
অর্থ তাহার মিত্রগন যার অর্থ তাহার কুটুম্ব
যার অর্থ সে পুরুষ ও যার অর্থ সে পণ্ডিত,

অন্য প্রকার যাহার পুত্র কন্যা ও সৎমিত্র নাহি তাহার গৃহ শূন্যাকার। মূর্খের দিগ শূন্য দরিদ্রের সকল শূন্য। সেই অবধি আমার নিদ্রা নাহি এবং বিকল হইয়াছি ও বচন বুদ্ধি গিয়াছে। অর্থ বিহিত পুরুষ যে সে অন্য। এই বিচিত্র নহে ক্রমেক্রমে হয়। এ সকল মানিয়া আমি মনে বিচার করিয়া মনেতেই রাখিয়াছি কেবল এই তোমাকে কহিলাম। অন্যকে এ কথা কহা উচিত নহে অর্থ নাশ মনস্তাপ সংসারের কথা গঞ্জনা অপমান এ সকল জ্ঞানবান লোক প্রকাশ করিবেক না নিতান্ত ঈশ্বর বৈমুখ হইলে মানুষের যত্ন করা বৃথা অতএব মনদুঃখীর বন ব্যতিরেক কোথায় সুখ হইয়াছে। আয়ু বিত্ত গৃহছিদ্র মন্ত্র মৈথুন ঔষধি তপস্যা দান অপমান এই নয় পণ্ডিত যে হয় সেই গোপন রাখিবেক। মনদুঃখী ইচ্ছাতে মরে তবু তাহার কার্পণ্য যায় না। যেমন অগ্নি নির্ব্বান

হয় তবু শীতল হয় না তেমন কৃপণের ধন
যদি আর কোন প্রকারে সমুদায় যায় তথাপি
তিনি স্বহস্তে দান করিতে পারে না।
নির্ধনতা হইলে সকল আপদ ঘটে। বরং ক্লীব
পুরুষ ভাল তবু পরগৃহে গমন কিছু নহে
এবং প্রাণ যায় সে ও ভাল তবু গুনের বাদ
কিছু নহে বরং ভিক্ষা করিয়া খায় সে ও
ভাল তবু পরাধিন কিছু নহে বরং মৌন
থাকে সে ও ভাল তবু কথা কহিবে না সংসা
রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যাহার লাবন্য জোৎস্নার
ন্যায় অন্ধকার যায় আর অরোগী পুরুষ।
আর মানুষের এই বিড়ম্বন যাহার পাণ্ডিত্য
মন্দ গ্রহন করে ও পরের স্থানে ভোজন করে
রোগী চির প্রবাসী পরান্ন ভোজী পরের ঘরে
থাকে এই রূপে যে বাঁচে সে বিশেষে
মরা। তাহাতে ভিক্ষুক তর্জ্জর বংশ খণ্ড
ফেলাইয়া মারিলে আমি ভাবিলাম যে ইনি

আমার দ্রোহী অতএব সকল সম্পদে যাহার মন তুষ্ট ও সেই সুখী যার মন শান্ত। তাহার সে ধন গেলে পর এদিগ ওদিগ দৌড়িয়া ফেরে যে আশা পৃষ্ঠে ধনবান ও দৃষ্টি বিরহী সে বৃথা অনুক্ত ক্লীব বচনে কাহার জীবন ধন্য। যেমন হস্তে ধন পাইলে যত তুষ্ট তত এক শত যোজন দূর হইতে নহে কিন্তু সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ কার্য্য উচিত। ধার্ম্মিক কে দয়াশীল সুখী কে অরোগী। স্নেহ কি সদ্ভাব। পাণ্ডিত্য কি পরিচ্ছেদ। কুলের কারন ধন ত্যাগ করে গ্রামের কারন ধন ত্যাগ করে। গ্রাম জনপদস্যার্থে আপদের কারন পৃথিবী ত্যাগ করে। অপর বিচার করিয়া দেখিলাম সে যাহানে সুখ নিবর্ত্ত হইল সাধী কি। মহত জনের আশ্রয় করিলে ও কর্ম্মানুশারি ফল হয় তাহার প্রমান এই দেখ হরের নগ্নত্ব ও বিষকণ্ঠ এ সকল বিবেচনা করিয়া নির্জ্জন বনে আসিয়াছি অতএব আমার পুন্যোদয় হইতে

এই মিত্রের সহিত স্নেহ পূর্ব্বক অনুগৃহীত হইয়াছি। এখন আমরা পরস্পর এই আশ্রয় স্বর্গ সদৃশ পাইয়াছি সংসর্গ করা সজ্জনের সহিত কর্ত্তব্য। মন্থর কহিতেছেন তোমরা অতি সঞ্চয় করিয়াছিলা তাহা উপযুক্ত নহে অতি সঞ্চয়ের এই দোষ উপার্জ্জিত ধনের অতি সঞ্চয় করিলে থাকে না যেমন ব্যাধের উদর সংস্থানের নিমিত্ত তৃষ্ণায় সকল গেল। অন্য প্রকার নিজ সুখের জন্য যে ধনার্জ্জন সেষ্টা করে সে পাপের নিমিত্ত। দান উপভোগ রহিত ধনেতে যদি ধনবান হয় তবে ধনবানের ধনেতে আমরা ও ধনী। কৃপনের ধন পরের কারন তাহার কাল দুঃখে যায়। দান ও প্রিয়বাক সহিষ্ণুতা জ্ঞান অগর্ব্ব ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ত্যাগ সহিত এ সকল যুক্ত যে। সে সকলের দুর্ল্লভ হয় তাহা কহিয়াছেন। সঞ্চয় নিত্য কর্ত্তব্য কিন্তু অতি সঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে। যেমন

অতি সঞ্চয় শীলের প্রান ধনুকের হাতে গেল।
হিরন্যক জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি বিষয়
মন্থর কহিতে লাগিলেন।———

কল্যান কটক নগরে ভৈরব নামে ব্যাধ আছে।
এক দিন সেই পাপ কর্ম্ম লুব্ধে বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে
গেলেন তারপর তিনি এক মৃগ মারিয়া আনিতে
ছেন ইতি মধ্যে এক বৃহৎকায় হৃষ্ট পুষ্ট
শূকর দেখিয়া মৃগকে মৃত্তিকার উপর নামাইয়া
শূকরকে তীর ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই
তীর খাইয়া ঘর্ঘর গর্জ্জনে সেই ব্যাধের মুষ্ক
দেশে দন্ত মারিয়া ছিড়ে ফেলাইল তখন তিনি
বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া প্রান ত্যাগ করিলেন।
যেমন জল অগ্নি বিষ ক্ষুধা ব্যাধি গিরির পতনে
কিঞ্চিৎ আসা নিমিত্ত দেহী প্রান বিয়োগ
করিলেন। তারপর দির্ঘরাব নামে শৃগাল
আহারার্থে ভ্রমিতেং সেই মৃগ শূকর ব্যাধকে

দেখিলেন। তাহা দেখে চিন্তা করিয়া বলি তেছেন। , আঃ মহত ভোজ্য উপস্থিত আছে অথবা যেমন দেহীর অচিন্তিত দুঃখ বলিয়াছেন তেমন অচিন্তিত সুখ মানিতে কহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতেছেন এই সকল মাংস আমার এক মাস হইতে অধিক হইবেক এক মাস মনুষ্য খাইব মৃগ আর শুকর মাবে দুই মাস সম্প্রতি আজি ধনুগুণে মাবে। তারপর প্রথম ঐ ধনুগুন খাইবার কারন যেই দন্ত দিয়া কাটিয়াছেন তেমনি ধনুকের স্থল চটকাইয়া তাহার বক্ষ দেশে বিদ্ধ হইলে পঞ্চত্ব পাইলেন। অতএব আমি বলি অতি সঞ্চয়ের এই ফল যা দান করে ও খায় তাই ধনীর ধন অন্য ধন থাকিতে মরিয়া যায় সে বৃথা ধন তাহাকে ধনী উক্ত নহে অতএব অনেক প্রাপ্তি ইচ্ছাকিছু নহে ও নষ্ট ইচ্ছা ও কিছু নহে এ সকল ভাবিয়া সর্ব্বদা

সাহস করিবা মূর্খের নিমিত্তে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। যে ক্রিয়াবান সেই পুরুষ।, সদ্বিবেচনা করিয়া যদি রোগী মনুষ্যকে ঔষধ দেয় তবে সকলেই ভাল হয়। ভীরু যে তাহার জ্ঞানের বিসন্ন করে অন্ধের হস্ত তলস্থিত কি প্রদীপ প্রকাশ হয় অতএব দশা বিশেষে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য এই সকল মানিবেন। রাজা কুলবধু বিপ্র যোগী মন্ত্রী যদি স্থান ভ্রষ্ট হয় তবে কি তাহার পূজা কর্ত্তব্য নহে। ইহা মানিয়া জ্ঞানবান স্বস্থান কি ত্যাগ করে না এ কাপুরুষের কথা। দেশ ত্যাগ করিয়া যায় কে। সিংহ সত্পুরুষ গজ সে থানে মরে কাপুরুষ ও মৃগ। বীরের মননিত কি বিশ্বির বিদেশ কি সিংহ যে তিনি বনের মধ্যে গিয়া ব্যাঘ্রের রক্তে তৃষ্ণা নিবর্ত্ত করেন কিন্তু যেমন সুখ পড়ে তেমন দুঃখ পড়িলে

সহিতে হয়। সুখ আর দুঃখ ইহারা চক্রের
মত বেড়ে আছে। অন্য উৎসাহ সম্পন্ন অদীর্ঘ
সূত্র ক্রিয়াবিজ্ঞ দুঃখে শক্ত। শূর কৃতজ্ঞ
দৃঢ় সৌহৃদতা যাহার তাহার স্থানে লক্ষ্মী স্বয়ং-
বাস জন্য যান। বিশেষ বিলাপার্থে বীর
অনেক নিমিত্ত ও উন্নত পদ জন্য যে ইচ্ছা করে
সে কৃপণ হয়। সুখেচ্ছা ও খলের প্রীতি
নব শস্য ও যোষিত ও যৌবন ও ধন এ
সমুদায় কিঞ্চিত কাল উপভোগ মাত্র। ধনার্থে
অতি চেষ্টা করিবে না তাহা বিধাতা নির্ম্মাণ
করিয়া ছেন যেমন গর্ত্তে পতিত জনের মাতার
স্তনের ন্যায়। শুনহে সখে যিনি হংসকে
শুক্ল করিলেন ও শুককে হরিত বর্ণ ও ময়ূরকে
চিত্র বিচিত্র করিলেন তিনি ধন দিতে পারেন না।
শুন সাধুরদের রহস্য। জন্ম হইলে মরণ দুঃখ
বিপত্তি হয় তাহার সম্পত্তিতে মোহ কি। অতএব

ধর্ম্মার্থ যার বিত্ত সেই শ্রেষ্ঠ। দেখ যেমন আকাসের পক্ষী ও জলের মৎস্য ইহারা ভক্ষ্য নিমিত্ত আপদ পায়। অপর জন্ম হয় ক্লেশে কিন্তু তারপর দুঃখ ও বন্ধনাদি ইহাতে কাহ সম্পত্য হয় না ও ইহার নিবর্ত্ত ও নহে। অসুলভ ধন প্রাপ্তি হওনে অনেক কৃচ্ছ্রায় পালন করেন। সে লব্ধ ধন যদি নাশ হয় তবে যেমন মৃত্যু অতএব ধন চিন্তা কর্ত্তব্য নহে। যদি সে চিন্তা ঈশ্বরের প্রীতি করে তবে সকল বাঞ্ছা নিবর্ত্ত পায়। এই সকল কথা শুনিয়া লঘুপতনক কহিতেছেন। ও হে সখে মন্থর তুমি ধন্য সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ গুন যুক্ত হইয়া বাস করিতেছ নিত্য আপদ উদ্ধরনক্ষম গজের পঙ্কমগ্ন সে তাহার অঙ্কুর ন্যায়। পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সেই উত্তম যে সৎ বৃত্ত করে যার অর্থী ও শরণাগত সকলে তার সেই সুখ। এ সকল কথা কহিয়া শিষ্টাচার করিয়া

বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক মৃগ চিত্রাঙ্গ নামে তিনি কোন কাহার ভয়েতে সেই খানে তাহারদের সহিত আসিয়া মিলিলেন। তখন মন্থর ভাবিলেন ইহার পশ্চাত কেহ আসিতেছে এই ভয়ে শব্দ করিয়া জলেতে প্রবিষ্ট হইলেন মূষিক ও গর্ত্তেতে গেলেন কাক ও উড়িয়া বৃক্ষের উপর বসিলেন। তদনন্তরে লঘু পতনক ভাবিলেন ভয়ের নিরূপন আলোচনা না করিয়া সকলেই স্থানেং হইলাম। এতো ভাল হইল না কাণ্ডাকাণ্ডি জানিতে হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া সকলকে সেই খানে পুনরায় ডাকিয়া বসিলেন। হিরন্যক মৃগকে কহিতেছেন। আইস মৃগ কুশল। তোমার অবস্থিতি এই বনে। তুমি কি এখানে সেচ্ছা পূর্ব্বক জলাহার করিতে আসিয়াছ। চিত্রাঙ্গ কহিতেছেন লুব্ধকের ত্রাসেতে আমি তোমার দের শরনাগত হইলাম তোমরা আমাকে

রক্ষা কর। বন্দকৃত সম্বন্ধ বংশ ক্রমেতে ইহারা চারি প্রকার মিত্র যে দুঃখ হইতে রক্ষা করে। যগ্বর কহিতেছেন সখে লঘুপতনক ইহার উপদেশে আমারদের তেমনি হইবে যেমন আপনি দেখে বদ্ধ হইয়া বনিক পুত্র দুঃখী হইল। তাহারা কহিতেছেন এ কি। হিরন্যক বলিতে লাগিলেন।————

কান্যকুবজ দেশে বীরপুরনাম্নি নগরে রাজা বীরসেনের পুত্র তুরঙ্গবল নামে রাজ পুত্র আছেন তিনি অতি বলবান দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহা গুনবান পরম সুন্দর পুরুষ সভ্য ভব্য নানা প্রকারে ভাল। এক দিন তিনি ইচ্ছাক্রমেতে নগরে বেড়াইতেং নবযৌবনা লাবন্যবতী বনিক পুত্র বধুকে দেখিলেন অতি সবর্ণা সুকেশা সুনাসা সুহাসা মধ্যক্ষীনা মৃগবরনয়না হংসগমনা নিবিড় নিতম্বা

তাহার সদৃশা সুন্দরী রাজ পুত্র কখন দেখেন নাহি। তাহাকে দেখিয়া রাজ পুত্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া এক কুটনীকে তাহার স্থানে পাঠাইলেন লাবন্যবতী ও রাজপুত্রকে দেখিয়া স্মরজর্জ্জরিত হৃদয়া হইয়া আসিয়াছেন। তাহা কহিয়াছেন স্ত্রী লোকের প্রিয় ও নাহি অপ্রিয় ও নাহি যেমন গরুর তৃন বনে গেলে নিত্য নুতন প্রার্থনা করে আরো যদি সুন্দর পুরুষ স্ত্রী লোকে দেখে তবে তাহার কামোদ্ভব হয়। কিন্তু দূতীর বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমি পতিব্রতা কুলবধূ কিমতে এ কার্য্য হইবে শুন সেই ভার্য্যা যে গৃহকর্ম্মে দক্ষা সেই ভার্য্যা যে পতি প্রানা ও পতি ব্রতা। অতএব যে ভর্ত্তার তোষ না জন্মায় সে স্ত্রীই নহে অগ্নি সাক্ষিক মর্য্যাদা স্বামীর এ মর্য্যাদা আমি কি মতে হ্রাস করিব। তাহাতে স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তা আমি সেই পথ বিচার করি।

এ কথা শুনিয়া দুতী কহিলে সত্য বটে। তখন ফিরিয়া গিয়া এ কথা তুরঙ্গবনকে নিবেদন করিলেন। রাজ পুত্র বলিতেছেন বিষম রাগেতে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে। আমি কি মতে বাঁচিব। কুটনী কহিতেছে থাকহ মহাশয় তাহার স্বামী আসিয়া সমর্পন করিবেক। রাজ পুত্র বলিতেছেন এ কি মত কথা। কুটুনী তাহাকে আসা ভরসা দিয়া কহিতেছেন শুন রাজ পুত্র ওপায়েতে যাহা না পারে তাহা পরাক্রমেতে ও হয় না যেমন শৃগাল হস্তীকে মারিলেক পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া। রাজ পুত্র কহিতেছেন সে কি। সে কহিতেছে।

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরবতী নামে এক হস্তী থাকেন তাহা দেখে সকল শৃগাল চিন্তা করিতেছেন যদি এ হস্তীকে বধ করা যায় তবে ইহার দেহ আমারদের সকলের ইচ্ছা পূর্ব্বক ভোজন

চারি মাস হইতে ও অধিক হবে। সেই খানে এক বৃদ্ধ শৃগাল তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি তাহাকে মারিব। তদনন্তরে সে শৃগাল কর্পূরবতী হস্তীর নিকট যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রনাম করিয়া কহিতেছেন। হে দেব আমাকে দৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ কর। হস্তী বলিতেছেন তুমি কেহে কোথা হইতে আইলা। তিনি কহিতেছেন আমি জম্বুক বনবাসী সকল শৃগাল ও অন্য পশু মিলিয়া কহিলেন আমরা রাজা হীন বনেতে আছি এতা উপযুক্ত নহে অতএব তাহারা আমাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি সকলের কর্ত্তা মহা গুনবান যে জন সর্ব্বগুনোপেত ধার্ম্মিক দয়াশীলাদি আছে তাহাকে রাজ্যোক্ত পৃথিবীতে প্রথমত রাজা তাহার পর ধন ও ভার্য্যা যদি রাজা নাহি তবে ধনবা কোথায় ও ভার্য্যাবা

কোথায় অতএব সকল লোক হইয়াছেন সুবোধ্য স্বরূপ রাজা আধারবৎ অতএব আধার বিনা আধেয় থাকে না। আপনি বিষয়াবর্ত্তীর ন্যায় ফিরে২ আসুন। এখন গজ এ সকল কথা শুবন মাত্রে বিষয়াকৃষ্ট চিত্ত হইয়া অল্পে২ সেই শৃগালের পশ্চাত্তে২ চলিলেন। কতক দূর গিয়া মহা পঙ্কে নিমগ্ন হইলেন তারপর হস্তী কহিতেছেন সখে শৃগাল এখন কি বিধান হয়। আমিতো পঙ্কে পতিত হইলাম কি প্রকারে ত্রাণ পাই উপায় বল দিকিহে, তোমার কথা ক্রমে আসিয়া রাজত্ব যে হওক প্রাণ হারাইলাম। শৃগাল হাসিয়া বলিতেছেন ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া ওঠ আর উপায় কি আছে। তুমি যেমনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলা তেমনি ফল হইয়াছে। শুন দিকি মন্দ যে সে কখন ভাল করে না আ.ম শেয়াল জাতি হারামজাদা জান তবে কি বুঝে

বিশ্বাস আমাতে করিলেন যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইলেন ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে হস্তী কিছু দিন পরে মরিয়া গেলেন। এই আমি বলি উপায়ে যাহা না হয় তাহা পরাক্রমেতে হয় না তখন কুট্টনীর উপদেশেতে রাজ পুত্র করিলেন কি ঐ লাবণ্য বতীর স্বামী চারুদত্তকে আনিয়া আপন মন্ত্রী কার্য্যের ভার দিলেন। যত বিশ্বাস কার্য্য ছিল সকল তাহার উপর ভার হইল। এই প্রকারে কিছু দিন যাইতেং এক দিবস রাজ পুত্র স্নানের সময় তৈল অঙ্গে সকল স্বর্ণা লঙ্কারে ভূষিত হইয়া কহিতেছেন এক মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ গৌরী ব্রত করিব অতএব আমার বাঞ্ছিত মত এক ভদ্র লোকের যুবতী স্ত্রী আনিয়া সমর্পন করহ আমি তাহাকে যথোচিত পূজা করিব। তারপর চারুদত্ত মন্ত্রী

মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন ইনি কি করি
বেন জিজ্ঞাসা করি না কেন। এই মনে ভাবিয়া
রাজাকে কহিতেছেন ভাল মহা রাজ পূজা
করিয়া কি করিবেন বিশেষ করিয়া বলুন দিকি।
রাজ পুত্র কহিলেন যে আমি পূজা করিয়া প্রত্যহ
অলঙ্কার বস্ত্র দিব। তাহা চাকদত্ত শুনিলে
লোভাকৃষ্ট হইয়া আপন স্ত্রীকে আনিয়া সমর্পন
করিলেক। রাজ পুত্র তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া
জানিলেন যে লাবন্যবতী বটে তখন তাহার
মনে যাহা বাঞ্ছা ছিল তাহা হইল। তাহা
দেখিয়া বনিক পুত্র ভেকোর ন্যায় থাকিলেন।
মনেং বলিতেছেন এ অতি মুচের কার্য্য পরে
নিষেধ করিলেন। যা হবার তাহা হইল আর
থাকিয়া প্রয়োজন নাহি। এই আমি বলি আপনি
দেশে বদ্ধ হইল। তখন এই হিত বাক্য মধুর
শ্রবন মাত্রে কুক্কুর ন্যায় মহত ভয়েতে জলাশয়
ত্যাগ করিয়া চলিলেন। হিরণ্যাদি তাহার

সহিত প্রস্থান করিলেন। কতক দূর যাইতেং কোন এক ব্যাধ পথিক মন্থরকে পাইয়া ধনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। তারপর মৃগ আর বায়স মূষিক দেখিয়া বিষাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র পার হইয়া আইলাম কিন্তু দ্বিতীয় উপস্থিত হইল এখন কি কর্ত্তব্য। মন্থর ভাবিলেন যে পশুর সহিত মিত্রতা করিয়াছি ইহারা আমার ত্রান করিতে পারিলে না এই দুঃখ বড়। ক্ষনেক চিন্তিয়া বলিতেছেন আহা আর এ দুর্দ্দৈব কালান্ত বর্ত্তী শুভ অশুভ এই খানে আমি দেখিতেছি আহা কেহ যদি থাক তবে শান্ত বানী কহ। এই প্রকার বিলাপ সকলে করিতেছেন। তাবৈ হিরন্যক কহিতেছেন চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনককে তোমারা আমার এক পরামর্শ শুন চিত্রাঙ্গ তুমি জল সমীপে গিয়া মরার ন্যায় থাকহ। কাক তোমার উপর বসিয়া

ঠোঁট দিয়া অল্পেং পুহার করন তখন লুব্ধক মৃগ মাং সার্থী হইয়া যাবেক তাবৎ আমি মনুরের বন্ধন কাটিয়া দিব। এই ব্যতিরেক আর উপায় দেখি না। উহারা তাহার কথা শুনিয়া ব্যাধের আগে এক নদীর ধারে সেই মত করিয়া থাকিলেন। ব্যাধ অতি শ্রান্ত হইয়াছে একারণ গাছের তলায় মনুর রাখিয়া জল পান করিবারে যাইতে দেখিলেন ঐ মৃগকে। তাহা দেখে অতি হৃষ্ট মনে আসিতে পেন সেই কালে মূষিক আসিয়া মনুরের বন্ধন মোচন করিয়া দিলে উনি জলে পুবেশ করিলেন। ও দিগে মৃগের নিকট যাইতেং তিনি ও সহসা উত্থান করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন ব্যাধ বৃক্ষ তলে আসিতেং দেখেন মনুরো নাহি। কি করিবেন বলিতেং জেন এ আমার উচিত হইয়াছে যে নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতেরদিগের ধায় তাহার

নিশ্চিন্ত যায় ও অশ্চিন্ত। ইহা বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তারপর মন্ত্রাদি সবাই আনন্দ যুক্ত হইয়া স্বস্থানেং প্রস্থান করিলেন।——

অথ রাজ পুত্রেরা অত্যন্ত সুখসম্পন্ন চিত্তে শ্রবন করিলেন। বিষ্ণু শর্ম্মা কহিতেছেন। তোমারদের মনাভিষ্ট সিদ্ধি হওক এই আমার বাসনা। মিত্র প্রাপ্য পদে লক্ষ্মী রাজ্য নিত্য সবিশ্মী হইয়া থাক। হিত উপদেশে যাহার মন সন্তুষ্ট আছে তাহাকে ভগবান চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামনি কল্যান করুন।——

এ হিত উপদেশে মিত্র লাভ সমাপ্ত হইল।

বিষ্ণু শর্ম্মা কহিতেছেন। অহো রাজ পুত্রেরা এখন সুহৃদভেদ শুন যাহার এই আদ্য শ্লোক

বর্দ্ধমান মৃগেন্দ্র বৃষাদির বিচিত্র কথা যাহাতে।
রাজপুত্রেরা কহিলেন এ কি বিষয়।——

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন দক্ষিণ দেশে সুবর্ণ
নামা এক নগরী আছে সে খানে বর্দ্ধমান
নামেতে বনিক মহা ধনবান তিনি বাস করেন।
তাহার ধন কমিতে লাগিল দেখিয়া পুনর্ব্বার
অর্থ বৃদ্ধি নিমিত্ত মন হইল। যদি অধঃপতন
হয় তবে কাহার মহীমা না যায়। দেখ উপর্য্যু
পরি খরচ হয় আর উৎপত্তি না থাকে তখন
সকলেই দরিদ্রতাতে যায়। অপর বৃদ্ধহা নরের
যদ্যপি বিপুল ধনযুক্ত হয় তবু সে জন
সকলের পূজনীয়। নির্দ্ধন চন্দ্র তুল্য বংশ
হয়নে ও কিছু নহে। বিশেষ ব্যবসায়ী
যদি অলস হয় তবে সহসা সে হীনকে পায়।
অলস স্ত্রীর বসতাপন্ন রোগী স্থিরবাৎ
সল্য অসন্তোষী ভীকত্ব এই ছয় মহত্তের

ব্যাঘাত। সম্পত্তি কিছু থাকিয়া যদি কোন কর্ম্ম না করে তবে তাহা কদাচ বৃদ্ধি হয় না। নিরুৎসাহ নিরানন্দ নির্ব্বীর্য্য যে সে মানুষ নহে। লব্ধ অপেক্ষা করে রক্ষিত ধন সমুদায় বৃদ্ধি হয় যদি খরচ না থাকে অলব্ধ অনিচ্ছিত অনায়াসেতে যদি ধন প্রাপ্তি হয় তথাপি রক্ষা না করিলে সব বিনাশ যায়। অদৃষ্টমানের অর্থ অল্প কালেতে অঞ্জনবৎ ক্ষয় পায়। অনুপযুজ্যমান অর্থ বৃথা কিছু প্রিয়জন নাহি তাহা কহিয়াছেন; সে ধন কি যাহা দান নাহি। বল কি যদি পরাভব না করিতে পারে। কর্ম্ম কি যদি ধর্ম্মাচরণ না করে। আত্মাতে কি যে ইন্দ্রিয়কে জয় না করিয়াছে। অঞ্জনের ক্ষয় দেখে বালগ্রীকের সঞ্চয় দান অধ্যয়ন করে অবন্ধ্য দিবস কর্ত্তব্য। প্রত্যহ যদি এক বিন্দু করিয়া জল ঘটে পড়ে তবে তাহা পূর্ণ হয় সে হেতুক সকলে বিদ্যা ধর্ম্ম ধন সঞ্চয় করিবেক।

দান ওপভোগ রহিত যে কর্ম্ম কারক তাহার জীবন বৃথা। এই সকল বিবেচনা করিয়া সেই বনিক। নন্দক আর সঞ্জীবক নামে দুই বৃষভ গাড়িতে নিযোজন করিয়া নানা দ্রব্য পূর্ন করিয়া কাশ্মীর দেশে বানিজ্যে চলিলেন। কিছু দুর যাইতে২ এক মহারন্যে সঞ্জীবক বৃষভের পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহা দেখে বর্দ্ধমান চিন্তান্বিত হইলেন। হায় এখন কি রূপে গাড়ি যাবেক। বলিয়া এ দিগ ও দিগ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ফল তাহাই হয় যাহা ঈশ্বরের মনে আছে। ভাল ইহা বলিয়া মনের বিস্ময় ঘুচাইয়া ভরসা বান্ধিলেন নানা প্রকার বিচার করে সঞ্জীবককে সেই স্থানে ছাড়িয়া তিনি কোন প্রকারে চলিয়া গেলেন। তারপর সঞ্জীবক ভাবিলেন আমার মনিবতো আমাকে ফেলিয়া গেলেন ভাল ঈশ্বর আছেন। বলিয়া তিন পদে ভর করিয়া উঠিয়া দাণ্ডাইলেন

ভাবিতেছেন যদি অগ্নিতে পড়ে ও জলে ডুবে এবং পর্ব্বত হইতে পতন হয় কিম্বা তক্ষকে দংশায় তথাপি তাহার পুমায়ু থাকিলে রক্ষা পায় এই মনে বিবেচনা করে দিব্যসৎ সেচ্ছা আহারাদিতে বনের মধ্যে থাকিতেং পীড়া দূর হইয়া সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন ও বলবানের মত শব্দাদি করেন থাকেন। সে বনে পিঙ্গলক নামেতে সিংহ তিনি স্বীয়পরাক্রমার্জ্জিত রাজ্য সুখ ভোগে আছেন। তাহা বলিয়াছেন অভিষেক ও সংস্কার বিনা সিংহকে মৃগেরা রাজা করিয়াছেন স্বয়ং বিক্রমার্জ্জিত বিত্ত কেবল মৃগেন্দ্রের। তিনি এক দিন পিপাসাকুলেতে জলপান নিমিত্ত যমুনার তটে গিয়াছেন ইতিমধ্যে তিনি অপূর্ব্ব ঘন গর্জ্জিতের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিলেন তাহা শুনে ঐ সিংহ জল পান না করিয়া শীঘ্র

নিঃশব্দে স্বস্থানে আসিয়া বসিল এ কি এই বিবেচনা করিতে চুপ করিয়া রহিল। সেখানে ঐ সিংহের মন্ত্রী পুত্র দুই জন করটক ও দমনক নামে জম্বুক। তাহা দেখিলে দমনক কহিতেছেন করটককে মিত্র করটক এ কি এই ওদকার্থী স্বামী পানীয় পান না করে মন্দং আসিয়া বসিল কেন বল দিকি। করটক কহিতেছেন মিত্র দমনক আমার মনে বুঝি সেবা হয় নাহি কিম্বা অন্য স্বামী চর্চ্চা জন্য অসিয়াছে। ঐ রাজা চিরকালাবধি আছে আমারদের মহা দুঃখ হইয়াছে অপর দেখ সেবাতে যিনি বীন বাঞ্ছা করেন দেখ সেবকে যাহা করিয়াছে যে মূঢ় সে শরীরের স্বাতন্ত্র্য হারায়। অন্য যে অন্য পরাশ্রিত শীত আতপ ক্লেশ না সহে সে তাহার অংশে সুখী হয়। এতাবত জন্তু সামান্য যে হেতুক স্ববশে থাকে ও খায় যাহারা পরাধিন হয় তাহারা জীবতে মৃত্যু

বিশেষত আইস ও যাও পড় উঠ বল যৌন সমাচার এই আশা সুখ গ্রস্ত জনেরা অর্থ ক্রীড়া করে। প্রচুর হীন লাভেতে দেখ স্ত্রী লোকের মত আত্মা সংস্কার করে ও পরের উপকার যাহার প্রকৃতি অচপল স্বামীকে বহু মানে সেই সেবক বিশেষ প্রানের উন্নতি হেতুক জীব হেতুক প্রানীর মোচন করে সুখ হেতু। মৃত্যু কে সেবা হইতে অন্য আছে। দমনক কহিতেছেন মিত্র সর্ব্বদা মনেতে ইহা বক্তব্য নহে মত কি কারন ঈশ্বরের নায় সেবা না করিবা কেন যিনি অচিরেতে মনোরথ পূর্ন করেন। সেবা বিহীনের অমরোদ্ধৃত সম্পদ কোথায় ঊর্দ্ধ অশ্ব চত্র বাজি বারন বাহিনী তথাপি এ ব্যাপারে কি হয়। দেখ সর্ব্বদা অব্যাপার পরিহরন কর্ত্তব্য অব্যাপারেতে অব্যাপার যে করিতে ইচ্ছা করে সে কাল পোচি বানরের ন্যায় সেই খানে মরিয়া থাকে।

দমনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। করটক কহিতেছেন।———

মগধ দেশে ধর্ম্মারিণ্য নিকটে বসুধা নগরীতে শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ থাকেন তিনি বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর সেই স্থানে করপত্র কাষ্ঠময় এক স্তম্ভের উপরে রচিত কাষ্ঠ দুই স্থানের মধ্যে দুই কীলক দিয়া কোন স্থানে রাখিলেন। সেই স্থানে বন বাসী বানর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ার্থে আইল তারপর সেই বানর এক কালদণ্ড প্রেরিতের ন্যায় কীলকদ্বয় হাতে গ্রহন করিয়া বসিল। তদনন্তরে তাহার লম্বমান মুষ্কদ্বয় কাষ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর চপল মহা যত্নক্রমেতে ঐ কীলক দিয়া নাড়িতে লাগিলেন নাড়িতেং কীলক বিন্ধিয়া মরিয়া গেলেন। অতএব আমি বলি অব্যাপারেতে যে অব্যাপার

তাহার এই ফল। দমনক কহিতেছেন তথাপি স্বামীর চেষ্টা নিরূপন সেবকের কর্ত্তব্য। করটক সকোপে কহিতেছেন কেন আহারের নিমিত্ত তুমি এমন সেবা করিবা এ তোমার উপযুক্ত কথা নহে। যে হেতুক পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন উপকার হইতে মিত্রের অপকার হইতে শত্রুর রাজ আশ্রয় ইচ্ছা করে। কেবল যে চর তাহার ভরন কে না করে যার জীবনে অনেকে বাঁচে সে বাঁচিয়া থাকুক। কেবল আপন উদর ভরন করে যে তাহার বাঁচনে কি ফল। বক যে সে আপন উদর ওষ্ঠ দিয়া পূর্ন করে দেখ কোন লোক পাঁচ প্রকারে দাসত্ব হয় কোন লোক লক্ষ করে কৃতি ও কেহবা লক্ষতে অকুশল হয়। যে হেতুক মনুষ্য জাতি হয়ে যে মনুষ্যের ভৃত্য হয় সে অতি গর্হিত অতএব যে তাহাতে না থাকে সেই জীবৎ গনা। যেমন নারী পুরুষ হইতে মহত্ত অন্তর তেমনি

সেবা সেবকেতে মহত অন্তর। কিন্তু মনুষ্যের অভগ্নমান জ্ঞান বিক্রম যশ ধারণ করিয়া ক্ষন কাল বাঁচে সেই নাম জীবৎ জানিবা। দেখ কাক যে চিরকাল বাঁচিয়া ভোগকরেন কি অন্য প্রকার আলোচিত হিত বিচার শূন্য বুদ্ধি যার সে শৃগাল হইতে বাহির কেবল ওদর ভরন ইচ্ছা করে যে পুরুষ সে পশু হইতে পশু। করটক বলিতেছেন আমরা অপ্রধান তবে আমারদের এ বিবেচনায় কি করিবে কত কালে ইবা প্রধান অমাত্যতা লাভ হইবে। এমন তো কেহ নাই যে আপনার ওদর চিন্তা করে তবে যদি এমন স্বভাব থাকে সে কৃচিৎ অনেক কষ্টেতে যেমন পর্ব্বতে আরোহন করে তেমনি অনায়াসে অধিতে পতন হয় আর শুন সে সর্ব্বাধিকারে নিযুক্ত ও সকলের প্রধান মন্ত্রী। অতএব অনুজীবির অপরাধ করিলে সর্ব্বদা হনন করিবে না। দেখ পত্নাধিকার চর্চা স্বামী

নিমিত্ত যে করিয়া গর্দ্দভ যেমন মরিল।
দমনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। তিনি
কহিতেছেন।——

বারানসীতে কর্পূরপট নাম এক রজক আছে
সেই রজক নবীন বয়েসে যুবতী স্ত্রীর সহিত
এক দিবস রাত্রেতে নিদ্রা যাইতেছে। সেই
রাত্রেতে এক চোর গৃহে প্রবিষ্ঠ হইয়া সকল
দ্রব্য লইতেছে তারপর এক গর্দ্দভ ওঠানে
বান্ধা আছে এবং এক কুক্কুরও আছে। সেই
গাধা কুক্কুরকে বলিতেছে তুমি চৌকির কর্ম্মে
নিযুক্ত আছ অতএব কি কারন শব্দ করিয়া
স্বামীকে না জাগাও। কুক্কুর বলিতেছে সত্য
বটে কিন্তু আমি বলিতেছি তুমি আজি এ কর্ম্ম
কর তুমি ও জান যে আমি এই গৃহের রক্ষক
চিরকাল আছি আমি অন্য গৃহের কার্য্য কেন
করিব আর এখন আমার ওদর পুরিয়া খাইতে

দেয় না। গর্দ্দভ বলিতেছেন শুনরে বর্ব্বর যে কার্য্য কালেতে যাচঞা করে সেওকি ভৃত্য ও সেও কি সুহৃদ তুই বেটা অতি পামর তোর সমান দুষ্ট চাকর কখন দেখি নাহি যদি কোন লোক চাকর না হইয়া কাহার আশ্রয় থাকে তথাপি সে অসময়েতে উপকার করে। তুই চাকর হইয়া এমন কথা কহিস তোর মুখ দর্শন কর্ত্তব্য নহে। কুক্কুর বলিতেছেন শুনহে যে ভৃত্যের সম্ভাষ করে না ও খাইতে দেয় না সেওকি প্রভু। যে হেতুক আশ্রিতেরদের পুত্র বৎ দেখিবে ও তাহারা ও স্বামীকে ঈশ্বরের ন্যায় সেবা করিবেক। গাধা সক্রোধ হইয়া কহিতেছেন আঃ পাপী তুই বেটা তুই স্বামী কার্য্য উপেক্ষা করিয়া ইহা কহিস থাক স্বামী যে প্রকারে জাগেন তাহা আমি করিতেছি এই কথা বলিয়া অত্যন্ত এক চিৎকার শব্দ করিলেন তারপর ঐ রজক শব্দ শুনিয়া ক্রোধযুক্ত হইয়া

উঠিল ওতে পর এক ঠেঙ্গা লইয়া গর্দ্দভকে তাড়ন করিলেক সেই তাড়নেতে তাহার প্রান ত্যাগ হইল। অতএব আমি বলি অনধিকার চর্চা ফল এই অতএব যাহার যে কর্ম্ম তাহাই করিতে উচিত। ভাল চল আমরা সিংহের কাছে যাই আমারদের ভক্ষ্য প্রচুরতর আছে। করটক বলিলেন সেখানে কি তুমি জান। তিনি বলিতেছেন আমার অবিদিত এখানে কি আছে আমি প্রস্তাবক্রমেতে সকল করিব প্রস্তাব সদৃশ কথা সদ্ভাব সদৃশ প্রেম আর আপন শক্তি মত কোপ যে জানে সেই পণ্ডিত। করটক বলিতেছেন সখে তুমি সেবা অনভিজ্ঞ অনাহুত বিষয় অভিজ্ঞসা কথা ইহাতে আপনাকে যে মানে সে তাহার অতি দুর্ম্মতি। সে বলিতেছে ভাল কি কারন আমি সেবা জানি না দেখ স্বভাবেতে সুন্দর

অসুন্দর কি আছে যাহার যা রুচে তাঁহার সেই সুন্দর যাহার যাতে ভাব তাতে সেই ভাল। আর কে বলে এখানে সকলের শ্রেষ্ঠ আমি যে রাজার যেমন শক্তি তাহার তেমনি আজ্ঞা করিতে উপযুক্ত অল্পেচ্ছা জ্ঞানবান সর্ব্বদা সেবকানুরক্ত যে রাজা তাহার বসতিতে বাস করিবেক ইহার এই। অনুজীবিকে সান্নিধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য দোষ অতীত হইলে যে বল আরম্ভ করে সে কাপুরুষের লক্ষন ভয় হইতে ত্রান হইলে বিবেচনা বৃথা। দেখ আসন্ন কালেতে যে নরপতি মনুষ্যকে ভজে আর বিদ্যা বিহীন দীন আর পুর্যাদ অতীতে সৈন্য বেষ্ঠিত করা সে বৃথা। করটক কহিতেছেন সেখানে গিয়া কি বলিবা। সে বলিতেছে শুন অনুরক্ত বা হওন বিরক্তবা হওন আমি বলিব তুমি আমার স্বামী এই কথায় আমাকে অনুগ্রহ করিবেন। করটক বলিতেছে সে খানে

জ্ঞানের লক্ষণ কি। সে বলিতেছে দূর হইতে দেখিয়া ইসত হাসিবেক জিজ্ঞাসাতে সুষ্ঠ কহিবেক পরক্ষে গুনের শ্লোঘা করিবেক এমন যে ব্যক্তি সেই প্রিয় বস্তু। সেই সেবকেতে প্রতি দিন অনুরক্ত থাকে। অনুরাগ কর্ত্তা যিনি তিনি অনুগৃহীতের নির্দ্দোষ দেখিয়া গ্রহন করেন জ্ঞানবান ব্যক্তি কর্ত্তার বিরাগ চিহ্ন জানিয়া আশার যে ফল তাহা যগুক হয় অতএব এই সকল জানিয়া যাহা আমার আসে তাহা বলিব। যে হেতুক অপায় দর্শনেতে হইয়াছেন যে বিপত্তি আর ওপায় দর্শনেতে যে সিদ্ধি তাহা পণ্ডিতেরা নীতি বিধি প্রযুক্ত দেখা ইবেন কার ন্যায় পুরস্কারের ন্যায়। করটক বলিতেছেন তথাপি অপ্রস্তাবেতে বলিতে যোগ্য বট অপ্রাপ্ত কালেতে কথা সকলেতে বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে পারে। কিন্তু প্রাপ্ত কাল হইলে বুদ্ধি অবসান হয়। দমনক কহিতেছেন

হে ভদ্র তুমি ভয় করিও না আমি অপ্রাপ্ত কথা কহিব না কার্য্য কালে যে ওলটা পথে যায় আর অহিত ইচ্ছুক যে ভৃত্য সে অজিজ্ঞাসায় বলেন। যদি অবসর পাইয়া আমি মন্ত্রণ করিতে পারি তবেই আমি তাহার মন্ত্রী হইতে পারিব। যে হেতুক বৃত্যান্ত কয় ও সাধুরা যা প্রসংশা করে সেই গুন সেই হেতুক সেই গুন করে কয় তাহা ভদ্রতা নিও আমি যাইব। করটক বলিতেছেন যাও তুমি তোমার ভাল হওক তোমার পথে মঙ্গল হওক যাহা তোমার অভিষ্ঠ তাহা আনুষ্ঠান কর। তাহার পর দমনক আশ্চর্য্যের ন্যায় পিঙ্গলকের নিকটে গেলেন। পিঙ্গলক তাহাকে দেখিয়া কহিতেছেন এসেছ বড় মঙ্গল সমাচার কি বল বৈস। তারপর অহ্বানিত যে দমনক তিনি পিঙ্গলকে অষ্টাঙ্গে প্রনাম করিয়া বসিলেন। পিঙ্গলক তাহার দক্ষিন হস্ত গ্রহন করিয়া ভাল বলিতে

জেন যদি আমিয়াজ তবে মঙ্গল কিন্তু চক্ষের অগোচর হইও না যদি চক্ষের অগোচর হও তবে মনের যে দুঃখ তাহার ঔষধ নাই এ জন্য স্বামির সমাগম আমি ইচ্ছা করি না। দমনক কহিতেছেন আমার অন্যত্রে কিছু কায নাই সর্ব্বদা তোমার পাদাবনত থাকিব শুন মহারাজ যেমন চন্দ্রের কুমুদ পুষ্প ও সূর্য্যের পদ্ম ও কৃষ্ণের পাণ্ডব তেমনি আমি তোমার আর যাদৃশ চন্দ্রের তেজেতে পঙ্কজ মধ্যে নিবদ্ধ যে ভ্রমর সে যেমন সূর্য্যের অপেক্ষা করে তেমন আমি তোমার দর্শন অপেক্ষা করি। অন্য প্রকার অনুজীবি যে আমি আমার অনেক নিবেদন আছে আমার যে বাক্য বাহুল্য তাহা স্বামী অগ্রে কি শক্তি কহিতে অতএব আমার যে কথার স্খলন তাহা ত্যাগ করিতে আজ্ঞা হইবেক কেন সর্ব্বদা গুরুর নিকট থাকে যে তাহার ও বাক্য স্খলন হয় আমিতো অতি মূঢ়।

বাক্যেতে পটু যে ব্যক্তি সে যদি রাজার কাছে কিম্বা পণ্ডিতের কাছে যায় তথাপি কাতর হয় এখন রাজ আজ্ঞাতে কে নাই। শুন মহা রাজ ঈশ্বরের করনে কার্য্য সিদ্ধি হয় অতএব আপনকার অনুগ্রহেতে আমার কার্য্য সিদ্ধি হবেক অনিন্দিত যে আমি যদি ঈশ্বরের অকরনেতে আমার বুদ্ধি নাশ বুঝ তাহাই নহে কেন যে হেতুক যদি মানিক পায় রাখে তবু তিনি মানিক আর শিবস্থিত যে কাচ সে কাচিই যে খানে রাখে সেই খানে থাকে কিন্তু কাচ তিনি কাচিই মনি তিনি মনিই অতএব অনিন্দিত যে আমি আমার গুনতো কোথায় যাবেক না। সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি তাহার বৈর্য্য গুন যদি থাকে তথাপি বুদ্ধি নাশ সঙ্কা কখন করিবে অপর অনাত্মীয় জনের হওক কিম্বা অন্য জনের হওক যদি তাহার দ্বরের বিশেষ জানে তাহা জানিবা মাত্র তাহার সম্পদ রক্ষা

করিতে পারে। আর বলি কৃষী ব্যক্তি উপযুক্ত সময়েতে যে সকল বীজ বুনে তবে তাহার অঙ্কুর মাত্রে ভাল মন্দ বুঝিতে পারে তেমনি কার্য্য বিশেষে স্বামী জানিতে পারিবেন এবং যাবৎ রাজা বিশেষ না জানেন তাবৎ সকলের প্রতি সমভাব কিন্তু বিশেষ জানিলে তাহা থাকে না যে সময় বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তের ভেদ না বুঝে সে সময় কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি ও বিদ্যমান গতির জ্ঞান হয়। হে মহারাজ তিন প্রকার লোক আছে উত্তম মধ্যম অধম। পণ্ডিত ব্যক্তি তাহারদিগকে কর্ম্মেতে পরিক্ষা করে যেমন অভরন স্থান বিশেষে উত্তম অধম জ্ঞান হয় মস্তকের যে অভরন তাহা পদে শোভা পায় না। এবং পদের অভরন মস্তকে শোভা পায় না স্বর্ণেতে দিবার উপযুক্ত মনি হয় তবেই স্বর্ণেতে দিবেক নতুবা কখন দিবে না। দেখ বুদ্ধিমান

অনুরক্ত বিচারজ্ঞ যে রাজা তিনি ভৃত্যের সহিৎ পরিপুরিত হয়ন। যেমন বানী শাস্ত্র বিনা থাকেন না নর নারী ব্যতিরেক থাকেন না তেমনি রাজা যোগ্য পুরুষ পরি ত্যাগ করেন না। অন্য প্রকার মহারাজ যদি শৃগাল এই নাম অবধারিত করে তুচ্ছ কর তা নহে যে হেতুক বিষ্ণু শূকর রূপ হইলে ও ঋষি মৃগ রূপ হইলে আর দক্ষ ছাগ মুণ্ড হইলে সাধু সকল কি মর্য্যাদা করেন নাই অবশ্য মর্য্যাদা করিয়াছে কিন্তু অযোগ্য যে ভক্ত তাহাতে কর্ম্ম কি হবে আর যোগ্য অপকারী যে ব্যক্তি তাহাতে কি করে অতএব যোগ্য কার্য্যক্ষম আমি আমাকে অপহেলা করিও না। রাজার অবজ্ঞাতে পরিজনের হীন হয় এবং বন্ধু লোক কেহ কাছে থাকে না আর পণ্ডিতেরা যদি রার্জ্য ত্যাগ করেন তবে ভাল নীতি হয় না তবেই বিষম নীতি হইলে সকলেই মরেন আর

জগত অন্ধকার হয়। অপর নৃপের অধম যে ব্যক্তি সে সকলের অবিজ্ঞ। পিঙ্গলক কহিতেছেন এখন তোমার যাহা অভিমত তাহা কহ। সে কহিতেছে মহারাজ আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি কহুন। কি কারণ আপনি জল পান না করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। পিঙ্গলক প্রত্যুত্তর করিতেছেন ওহে ভাল কহিয়াছ কিন্তু রহস্য আছে আমার এমন বিশ্বাসি লোক নাহি যে তাহার কাছে কহি অতএব তোমাকে বলি শুন। এই যে বন ইহাতে এক অপূর্ব্ব সত্ত্ব অধিষ্ঠান হইয়াছে তাহা হইতে আমারদের এ বন ত্যাগ করিতে হবে। তুমি ও বুঝি শুনিয়া থাকিবা এক অপূর্ব্ব মহা ঘনগর্জিতের ন্যায় শব্দ ছিল সেই শব্দানুসারেতে সকল প্রাণী কম্পবান হইয়াছে। দমনক কহিতেছেন মহারাজ তবেতো

বড় ভয় বটে যে শব্দ আমরা শুনিয়াছি কিন্তু এক কথা বলি শুন। যে মন্ত্রী প্রথমে ভূমি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের পরামর্শ দেয় সেও কি মন্ত্রী। অপর আগে অনেক লোক পাঠাইয়া কি বিষয় তাহা জ্ঞাত হওন তারপর যেমত হয় তাহা করা যাবেক। শুন মহারাজ বন্ধু স্ত্রী ভৃত্য এ সকলের বুদ্ধি ও আত্মীয়তা আপদ নিকট হইলে জানা যায়। সিংহ ভয় যুক্ত হইয়া কহিতেছেন ওহে আমাকে বড় ভয় লাগিয়াছে। সে বলিতেছে মহারাজ কি কারন আপনি রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ষণ্ড কহিতেছি মহারাজ যাবৎ আমি জীবৎ থাকি তাবৎ কিছু ভয় করিবেন না। কিন্তু করটকাদি যে আছে তাহারদের আশ্বাস করুন তবে আর কোন চিন্তা হইবেক না। তারপর রাজা সসৈন্য করটক দমনকের পূজা করিলেন। তাহারাও ভয়ের প্রতিকার প্রতিজ্ঞা করে চলিলেন। কতক

দূরে গিয়া করটক বলিতেছেন দমনককে। সখে অশক্য ভয় তুমি কি প্রকারে প্রতিকার করিবা এমন অজ্ঞাত ভয়ের প্রতিকার প্রতিজ্ঞা করিয়া কেন মহাপ্রসাদ গ্রহন করিলা। শুন যদি উপকার না করিতে পারিয়া কোন কাহার উপায়ন গ্রহন করে তবে তাহার অবশ্য ক্রোধি হয়। বিশেষ ইনি রাজা ইহার যদি তুমি কার্য্য সিদ্ধি না করিতে পার তবে প্রান সুদ্ধা মারিবে। রাজাং বিশেষ রাজা মহাবল পরাক্রম দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত যদি ইহার ক্রোধি হয় তবে কোন প্রকারে নিস্তার হবে না। আরো যদি রাজা বালক হয় তথাপি তিনি অমান্য হয়েন না ইহা বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। আমি বলিয়া থালাম। দমনক কিঞ্চিত হাসিয়া বলিতেছেন মিত্র চুপ করিয়া কহ যেন কেহ শুনে না। আমি ভয়ের কারন জানি তুমি সন্দেহ করিও না সচ্ছন্দে চলহ সে শব্দ ছিল এক